Copula: Jahangirnagar University Studies in Philosophy, Vol. XXXV, June 2018

নামবাদের দৃষ্টিকোণ হতে ট্রপ (Trope) তত্ত্ব : একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

আকিকুল হক*

মোজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী**

প্রতিপাদ্যসার : সমকালীন অধিবিদ্যায় সামান্য (Universal) এবং বিশেষ (Particular) এর সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্নের অবতারণা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বিশেষ এবং সামান্য কথা দু'টির বিশেষ তাৎপর্য কী ? বিশেষের সাথে সামান্যের সম্পর্ক নিয়ে নামবাদ (nominalism) ও বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (realism) এক বিতর্কের শুরু হয়। সাধারণত: বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ মনে করে সামান্যের অস্তিত্ব প্রকৃতি ও মন উভয় স্থানে আছে। অন্যদিকে নামবাদ অনুসারে সামান্যের অস্তিত্ব কোথায়ও নেই। এর অস্তিত্ব মনে নেই, প্রকৃতিতেও নেই। জ্ঞানের সীমাকে বাড়ানোর জন্য সামান্য ও বিশেষের ধারণার বিশেষভাবে প্রয়োজন। সমকালীন অধিবিদ্যায় মাইকেল লুক্স (Michael J. Loux) নামবাদী দৃষ্টিকোণ হতে সামান্যের সাথে বিশেষের এক বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সামান্য বিষয়ক সমস্যায় লুক্স নামবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এক অভিনব তত্ত্ব ট্রপতত্ত্ব ব্যবহার করেন। তাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ হচ্ছে নামবাদী দৃষ্টিকোণ হতে ট্রপতত্ত্ব কিভাবে সামান্য (Universal) ও বিশেষ (Particular) এর ব্যাখ্যা প্রদান করে তা বিশ্লেষণ করা।

১.

অমূর্ত ধারণা (abstract idea) বিষয়টি বির্তকমূলক। এ বিতর্কে যাঁরা প্রধান প্রধান অংশ নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নামবাদী ও বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকগণের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সামান্যধারণাবাদীদের মতে (যেমন, লক) সমস্ত বিশেষ বস্তুগুলোর অস্তিত্ব আছে। যদিও কেবল বিশেষ বস্তুই সত্য, তবুও মানব মন অসংখ্য বিশেষ বস্তু পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের তুলনা করে একটা অমূর্ত সামান্য ধারণা গঠন করে। অতএব, এ মতানুসারে অমূর্ত সামান্য ধারণারূপে 'সামান্য' (Universal) তার অস্তিত্ব নিয়ে প্রকৃতিতে না থেকে মানব মনেই থাকে। সামান্যের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব আছে, কিন্তু মন বহির্ভূত বস্তুগত কোন

* **ড. আকিকুল হক:** সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদালয়।

** **ড. মোজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী:** অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদালয়।

অস্তিত্ব নেই। (The universal has a subjective existence but no objective or extramental existence)[১]।

অন্যদিকে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (realism) মনে করে সামান্যের অস্তিত্ব প্রকৃতি ও মন উভয় স্থানেই (The universal exists both in nature and in mind.) আছে। সামান্যের অস্তিত্ব ব্যক্তিগত (subjective) ও বস্তুগত (objective)। এ মতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা বাস্তব 'সামান্য' (Universal in reality) রয়েছে এবং তার ঠিক সামান্য ধারণা (a concept or abstract general idea corresponding to it.) আমাদের মনের রয়েছে। এ মতের সমর্থকবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দার্শনিকগণ হলেন প্লেটো ও এরিস্টটল। তবে উভয় দার্শনিকগণের মধ্যে মতের পার্থক্য বিদ্যমান। প্লেটোর মতে, 'সামান্য' (Universal) বিশেষের আগেই তার অস্তিত্ব নিয়ে আছে (Universalia ante re), এবং বিশেষ হতে মুক্ত অনেক সামান্য আছে। যেমন মানুষ, হরিণ, বাঘ ইত্যাদির আকার বা আদর্শরূপ। এই আদর্শ রূপকে পাওয়া যায় অতীন্দ্রিয়ের জগতে (Transcendental world)। আর এ জগতের মানুষ, হরিন, বাঘ হলো যথাক্রমে সে আদর্শ মানুষ, হরিন, বাঘ ইত্যাদির প্রতিকৃতি (Shadows) বা ছায়া (copies)। প্লেটো মনে করেন বিশেষের লয় আছে কিন্তু আদর্শরূপের লয়-ক্ষতি (Types are eternal) নেই। অতীন্দ্রিয় জগত হলো সামান্য ধারণার জগত যেখানে রয়েছে বিশেষের আসল সত্ত্বা। প্লেটো সামান্য ও বিশেষকে দু'জগতের মধ্যে রাখলেও এরিস্টটল ও হেগেল মনে করেন সামান্য বিশেষ হতে স্বাধীন বা মুক্ত নয়। সামান্য হলো বিশেষের মাঝে, বিশেষেই তার প্রকাশ (Universalia in re.)[২]।

নামবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে সামান্যের অস্তিত্ব কোথায়ও নেই। এর অস্তিত্ব মনে নেই, প্রকৃতিতেও নেই। নামবাদ অনুসারে কেবল নাম বা শব্দের অস্তিত্বই আছে। তাদের অনুরূপ কোন ধারণা বা বস্তুর ওপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। বচনগুলো কেবল নাম বা শব্দ সম্পর্কীয়। সুতরাং 'বরফ হয় ঠাণ্ডা'-এই বচনে 'বরফ' ও 'ঠাণ্ডা' এই দুটি নামের সম্পর্কই প্রকাশিত হয়। নামবাদীদের মতে সামান্য প্রত্যয়গুলো শব্দের ব্যাপার। কোন শ্রেণি তার নাম দ্বারাই গঠিত হয় এবং নামেই একমাত্র সামান্য উপাদান। নামবাদীদের মধ্যে হবস্, বার্কলী হিউম উল্লেখযোগ্য। হব্সের মতে, সামান্যতত্ত্ব হলো একটা কাল্পনিক রচনা মাত্র। সামান্যের অস্তিত্ব প্রকৃতি বা মনে কোথাও নেই। কেবল নামগুলোই সামান্য। বার্কলীর মতে, বিশেষের কেবল অস্তিত্ব আছে। অমূর্ত সামান্য ধারণা বলে কিছুই নেই। সমস্ত ধারণাই হলো বিশেষ ধারণা। তিনি অমূর্ত

সামান্য ধারনা অস্বীকার করেন।[৩] নামবাদের স্বপক্ষে এভাবে যুক্তি দেন যে, আমরা মস্তকহীন মানুষ কল্পনা করতে পারি বটে, কিন্তু আমরা কখনও কোন মানুষকে মস্তকহীন দেখিনি। তাই বলতে পারি সম্পূর্ণ অমূর্ত সামান্য তত্ত্বই একটা ভুল ধারণার ওপর নির্ভর করে আছে। এ কথা বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, প্রত্যেক নামের কেবলমাত্র একটি সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত তাৎপর্য আছে। এই বিষয়টিই মানুষকে শেষ পর্যন্ত চিন্তা করতে বাধ্য করে যে, এমন কতগুলো অমূর্ত সামান্য ধারণা আছে, যা প্রত্যেকটি সামান্য নামের সত্যিকার তাৎপর্য গঠন করে। অতএব, আমরা বলতে পারি নামই সত্য ও সামান্য, অমূর্ত সামান্য ধারণা বলে কিছু নেই।

২.

যে কোনো শব্দ যার অর্থ আছে, ঐ শব্দ সম্পর্কে বলা হয় যে, এর একটি ধারণা (concept) আছে। যদি কোনো শব্দের অর্থ আছে বলে মনে করা হয়, অথচ বাস্তবে এর কোন অর্থ নেই, এগুলোকে বলা হয় ছদ্ম-ধারণা (pseudo-concept)। অধিবিদগণকে (Metaphysicians) আক্রমন করার একটি উপায় হলো তারা অতীন্দ্রিয় সত্ত্বার ধারণা পেলেন কোথা থেকে? অধিবিদ্যায় ব্যবহৃত বহু শব্দ আছে যা অর্থপূর্ণ শব্দ বলে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন, God, Substance, ego অধিবিদ্যক শব্দ। এগুলোকে অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। এগুলো ছদ্ম-শব্দ রূপে অর্থহীন। সাধারণত বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী ও ভাববাদীদের মধ্যে অধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণের মধ্যে এক বিরোধ বিদ্যমান। একথা বলা হয় যে ভাববাদী ও বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মধ্যকার বিরোধ হলো কাল্পনিক (fictitious) যখন কোন বিষয়কে তারা অধিবিদ্যক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করেন। এ কথা সত্যি যে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী ও ভাববাদী বিরোধকে খুব সহজেই সমাধান করার কোন উপায় নেই যদি তা হয় কোন অধিবিদ্যক ইস্যু। তাহলে অধিবিদ্যক বচনগুলো কিভাবে গঠিত হয়? দ্রব্য (Substance) শব্দটি অধিবিদ্যক চিন্তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এটা স্বাভাবিক যে আমরা যখন কোনো বস্তুর কোনো প্রত্যক্ষনমূলক গুণের কথা উল্লেখ করি, তখন আমাদেরকে কোনো না কোনো শব্দ ব্যবহার করতে হয় উক্ত গুনকে প্রকাশ করার জন্য। এখানে কোনো বস্তু ও তার গুনাবলীর মধ্যে পার্থক্য এসেই যায়। তাই তারা এজন্য বস্তুটির নাম দিল দ্রব্য এবং এ শব্দটিকে ব্যকরনিক উদ্দেশ্যে পরিণত করলো। এ করেই ব্যকরণ থেকে উৎপত্তি হয় অধিবিদ্যা[৪]। কিন্তু কান্ট বলেছেন

অস্তিত্ব গুন নয়। যদি অস্তিত্ব গুন হতো তাহলে সমস্ত অস্তিত্বমূলক বচনই স্বত:সত্যে পরিণত হতো।

এ কথা দাবি করা হয় যে একই রকমের ভুল করা হচ্ছে Unicorn are fictitious বচনের ক্ষেত্রে। সে একই রকমের সাদৃশ্য আছে এ বচনটি এবং Dogs are faithful (কুকুর হলো বাধ্যগত) বচনের মধ্যে। কুকুরকে বাধ্যগত হতে হলে অবশ্যই অস্তিত্বশীল হতে হবে। এর ওপর ভিত্তি করে এ কথা বলা যায় যে, Unicorn কেও অস্তিত্বশীল হতে হবে fictitious (কাল্পনিক) গুনবাচক পদটি এর মধ্যে জুড়ে দেয়ার কারণে। কিন্তু এটি স্ববিরোধী। তখন বলা হয় এদের অস্তিত্ব হলো non-empirical (অ-অভিজ্ঞতামূলক) অর্থে। অতএব কোন শব্দ, নাম বা শব্দগুচ্ছ যদি কোনো বাক্যের মধ্যে উদ্দেশ্যের রূপ লাভ করে, তা হলে এর প্রতিরূপ (Shadow বা copies) থাকতে হবে বাস্তব জগতে। যেহেতু অভিজ্ঞতার জগতের মধ্যে এমন অনেক সত্তা (entity) আছে যা কোনো স্থান দখল করে নেই, সেহেতু ঐসব সত্তাকে স্থান করে দেয়ার জন্য একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা বহির্ভূত (non-empirical) জগতের বা অতীন্দ্রিয় জগতের ধারণার সৃষ্টি করা হয়। এভাবেই জন্ম হয় অধিবিদ্যক (metaphysical concept) ধারনার[৫]। যেহেতু অধিবিদ্যক শব্দের কোনো শাব্দিক অর্থ নেই, সত্য-মিথ্যার কোনো মানদণ্ডেই পড়ে না, তাই কেউ কেউ অধিবিদদেরকে পত্রভ্রষ্ট কবি বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

৩.

চৌদ্দ শতকে স্কলাস্টিকবাদের অন্তিমপর্বে মরমীবাদের ন্যায় অন্য যে আরেক আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে তা হলো নামবাদ। উইলিয়াম অব ওকাম (William of Ockham) কে আধুনিক নামবাদের যোগ্য পূর্বপুরুষ (forefather) বলে মাইকেল লুক্স উল্লেখ করেন[৬]।

ওকাম নামবাদের উদ্ভাবক বলে খ্যাত ছিলেন। তিনি সামান্যসমূহকে বস্তু বলে স্বীকার করতেন না। সামান্য বহুবস্তুর সংকেতমাত্র বা নামমাত্র। এটি বহু বস্তু সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, ভিন্ন ভিন্ন মন এবং ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান-ক্রিয়ার অস্তিত্ব থাকলেও সামান্য বস্তুর অস্তিত্ব নেই। সামান্য নাম বস্তুর সংকেত বা চিহ্নমাত্র। ওকামের উদ্ধৃতি দিয়ে থিলি বলেন,

> The universal exists in several things at once; now the same thing cannot exist simultaneously in several different things; hence the universal is not a thing, a reality, but a mere sign that serves to designate several similar things, a word; and there is nothing real except the individual.[৭]

মাইকেল লুক্স নামবাদের দুটি ধরণ উল্লেখ করেন। তাঁর মতে নামবাদের প্রথম ধরণটি হচ্ছে নির্মম নীতিপরতা বা কট্টরপন্থী মত (austere view)। অপর ধরণটি হচ্ছে সেলারসিয়ান মত (Sellarsian view)। দ্বিতীয় ধরণটি মূলত মধ্যযুগের অর্ধভাগে Wilfrid Sellars এর লেখনির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। নামবাদের প্রধম ধরণ অনুসারে শুধুমাত্র মূর্ত বিশেষ বস্তুরই অস্তিত্ব রয়েছে (The only things that are exist are concrete particulars)। মূর্ত বিশেষ বস্তুর আদর্শ উদাহরণ হিসেবে ধরা যায় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ (individual persons), বিশেষ বিশেষ পশুপাখি (individual animals), বিশেষ বিশেষ জড়বস্তুসমূহ (individual material objects) এবং অনুরূপ বিশেষ বিশেষ অন্যান্য বস্তুসমূহ। লুক্স এই কট্টরপন্থী মতকে অনেক সময় বৈজ্ঞানিক বস্তুস্বাতন্ত্রবাদের (Scientific realism) সাথে এক করে দেখেছেন[৮]। অপরদিকে লুক্স সেলারসিয়ান মতকে metalinguistic nominalism বলেছেন। সেলারসিয়ান মতবাদ মনে করে মূর্ত বিশেষ বস্তু এর পাশাপাশি গুনাবলী (attributes) এরও অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু তারা মনে করেন এই attributes গুলো একাধিক উদাহরণযোগ্য বস্তু (multiply exemplifiable) নয়। যদিও এই দু'ধরণের নামবাদের মতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তা সত্ত্বেও তারা একটি বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন তা হলো শুধুমাত্র মূর্ত বিশেষ বস্তুরই (concrete particulars) অস্তিত্ব রয়েছে। কোনো কোনো নামবাদীরা যুক্তি দিয়ে দাবি করতে পারেন যে, উপরোক্ত উভয় মতবাদের পরিবর্তে একটা মাত্র তত্ত্বই গ্রহণ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে লুক্স বলেন, They want to claim that a single theory exhibits both the ontological simplicity of austere nominalism and the explanatory simplicity of realism. লুক্স এ ধরণের মতকে metalinguistic nominalism বলেছেন[৯]। লুক্স আরো বলেন,

> The traditional realist assumes that we have an antecedently given notion of a universal as a common or multiply exemplifiable entity and uses that notion to provide an analysis of predication[১০].

কিন্তু মধ্যযুগীয় দার্শনিক যেমন রসোলিন (Roselin), এ্যাবেলার্ড (Abelard) ও ওকাম (Ockham)-বিপরীতক্রমে predication কে মূল হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এটি ব্যবহার করে তারা সামান্য বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। আসলে এই মধ্যযুগীয় নামবাদীরা সামান্য (Universal) কে metalinguistic discourse হিসেবে গ্রহণ

করে এগুলোকে সামান্য বা predicator terms হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু ওকামের পরে বিশেষ করে মধ্যযুগীয় দর্শনের পরবর্তী দার্শনিকবৃন্দ (post-medieval philosophers) যারা metalinguistic nominalism এর প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন তাদের মধ্যে নামবাদের বিশেষ নীতিটি প্রকাশ করেন ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে (second half of the century) Wilfrid sellars. সেলারসের নামবাদ বুঝার ভাল উপায় হচ্ছে কারনাপের metalinguistic nominalism কে জানা যা তাঁর *The Logical Syntax of Languages* এ বিবৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে লুক্স বলেন,

> Linguistic roles can be analyzed by reference to linguistic rules and, that the notion of a linguistic rules can be understood without reference to anything other than concrete particulars[১১].

অধিবিদ্যক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে বস্তুর প্রকৃত সত্তা জানা বা উপলব্ধি করার পর তার ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। অধিবিদ্যক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ভিত্তি ছাড়া বস্তু সম্পর্কে কোন কথা বলে না। যেমন, একটা 'লাল' রং সম্পর্কে তারা বলবে এটার অস্তিত্ব আছে এবং 'লাল' টি হলো একটি ভিত্তি। এটির ওপর নির্ভর করে সকল 'লাল' বস্তু গঠিত হয়। আবার 'আপেলটি হয় লাল'- এই বচনের বিধেয় পদটির 'লালত্ব' কে তারা বলবে সামান্য এবং উদ্দেশ্যপদ 'আপেল' এর মধ্যে এই 'লালত্ব' বিষয়টি আছে। এক্ষেত্রে তারা মনে করে গুণের স্বাধীন অস্তিত্ব আছে।

অন্যদিকে নামবাদ অনুসারে বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সব সময় যে একটা ভিত্তি লাগবে তা নয়। নামবাদীরা মাঝে মাঝে কোন ভিত্তি ছাড়াই আপেক্ষিকভাবে কোন কিছুকে গ্রহণ করে। তারা বস্তুর গুণের স্বাধীন অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। তাদের মতে বস্তু ও বস্তুর অস্তিত্ব মূলত একই; তারা এদেরকে আলাদা ভাবে চিন্তা করে না। যেমন যদি বলি 'লাল' হয় একটি রং এবং 'ফুলটি হয় লাল' তবে এই বচনটি সম্পর্কে নামবাদীরা বলবে এখানে 'লাল' হচ্ছে একটা সেট (set) যার অন্তর্ভুক্ত সকল কিছুই হবে লাল। অর্থাৎ তাদের মতে 'লালত্ব' (redness) হচ্ছে সকল 'লাল' রং এর বস্তু গুলোর একটা সেট। তবে এই 'লাল' টি কোথা থেকে এসেছে তার কোন ভিত্তি নেই। আবার 'সামান্য' প্রসঙ্গে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ও নামবাদীরা ভিন্নমত পোষণ করেন। 'সামাণ্যের' ধারণা দুই ধরনের হতে পারে। যেমন প্রথম ধরণটি হচ্ছে 'গোষ্ঠী' (kind) জাতীয়। এ ধরণটি 'অন্তর্ভুক্ত' (belonging) বিষয়টি ইঙ্গিত করে। যেমন 'হিলারি হয় একজন মানুষ' এখানে হিলারিকে 'মানব গোষ্ঠীর' অন্তর্ভুক্ত করে। দ্বিতীয় ধরণটি 'গুণ', 'ধর্ম বা স্বভাব', বা

লক্ষণ (property) কে নির্দেশ করে। উদ্দেশ্য পদে লক্ষণগুলো আছে (having) বলে ধরা হয়। যেমন- 'হিলারির সৌন্দর্য আছে' এখানে হিলারির 'সৌন্দর্য' নামক একটা লক্ষণ বা গুন আছে। বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন এই 'গোষ্ঠী' ও 'গুন' দুটি আলাদা বিষয় যা আলাদা আলাদাভাবে অস্তিত্বশীল হয়। কিন্তু নামবাদীরা বলেন এরা আলাদা কিছুই নয়। তারা সবকিছু কে একত্রে চিন্তা করে বলেন এগুলো(kind ও property) হচ্ছে ওদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বস্তুসমূহের একটা সেট।

আসলে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদরে সাথে নামবাদীদের মৌলিক পার্থক্য গভীর যা ২৫০০ বছর ধরে বিদ্যমান এবং সামান্য নিয়ে এখনও বিতর্ক চলছে। মাইকেল লুক্স কট্টরপন্থী নামবাদ ও সেলারসিয়ান মতবাদটি ট্রুপতত্ত্বের মাধ্যমে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্নে আমরা ট্রুপতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

৪.

লুক্সের মতে সেলারসিয়ানরা মনে করেন মূর্ত বিশেষ বস্তুর পাশাপাশি গুনাবলীরও অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু এই গুনাবলীগুলো একাধিক উদাহরণযোগ্য বস্তু নয়। সেলারসিয়ানরা কট্টরপন্থী ও metalinguistic নামবাদীদের বিরুদ্ধে গিয়ে রং (Color), আকার (Shape), আকৃতি (Size) ও মানসিক বা নৈতিকগুনাবলীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Character trails) - এর কথা স্বীকার করেন। আবার বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের বিরুদ্ধে গিয়ে স্বীকার করেন যে, রং, আকার-আকৃতি, বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশেষ (against the realist, they hold that these things are particular)। কেননা তারা দেখে যে, মূর্ত বিশেষ বস্তুর রং, আকার-আকৃতি ইত্যাদি রয়েছে এবং এ্ গুনাবলীগুলোও বিশেষ বা ব্যক্তিগত (particular or individual)। সেলারসিয়ানদের মতে, সংখ্যাগত দিক থেকে পৃথকবস্তুর সংখ্যাগত দিক থেকে একই গুণাবলী থাকা অধিবিদ্যকভাবে অসম্ভব (it is metaphysically impossible for numerically distinct things to have numerically one and the same attribute)[১২]।

এটা গুরুত্বপূর্ণভাবে লক্ষ্যণীয় যে, যখন বলা হচ্ছে 'কোনো দু'টি বিশেষ বা মূর্ত বস্তু একই গুণাবলী (attribute) ধারণ করতে পারেনা'- এখানে বোঝা প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে কী অস্বীকার করা হয়েছে। মনে করা হতে পারে যে কোনো দুটি বিশেষ বা particular ই একই নয়। ফলে যে কোনো সংখ্যাগতদিক থেকে পৃথক বিশেষ বা particular এর মধ্যে সর্বদাই কিছু না কিছু পার্থক্য বা ভিন্নতা থাকে। অর্থাৎ কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে সংখ্যাগতভাবে একটি এবং একই গুনাবলী

নেই (no two objects have numerically one and the same attribute.)। এ প্রসঙ্গে লুক্স বলেন যে,

> The philosophers who deny that there are shared or common attributes would not object to shared attributes because of categorical features of attributes themselves[১৩].

তারা এটি স্বীকার করতে পারে যে, attribute গুলো একাধিক উদাহরণযোগ্য সত্তা বা বস্তু। কিন্তু অভিজ্ঞতার জগতের গঠন দেখিয়ে তারা বলবে যে, এইগুলোকে কখনোই একাধিকবার-উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়নি। কিন্তু সেলারসিয়ানরা সাধারণ বা একই অংশভাগ বৈশিষ্ট্য (common or shared concrete particular) থাকার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে না কেননা তারা মনে করে যে আমরা কখনোই concrete particular গুলোর মধ্যে হুবহু মিল পাই না। তারা মেনে নেয় যে, মূর্ত বিশেষগুলো সবদিক থেকে প্রায়ই একই হয় বা হতে পারে। কিন্তু তারা বলে যে, যখন তারা একই হয় তখন এদের attribute গুলো সংখ্যাগত দিক থেকে ভিন্ন হয়। সুতরাং তারা যে একই attribute থাকাকে প্রত্যাখান করে তা নির্ভর করে অভিজ্ঞতামূলক দিক থেকে হুবহু মিলের অসম্ভাব্যতা থেকে। কিন্তু প্রশ্ন আসে, attribute এর ক্ষেত্রে categorical বিষয়গুলো কী কী ? এ প্রসঙ্গে লুক্স বলেন, they believe that their very nature attributes are particulars and so can be possessed by just one concrete particular[১৪].

নামবাদীরা বিশ্বাস করতেন যে, শুধুমাত্র concrete particular -ই নয়, এদের attributes গুলোও একে অপরের সাথে মিল থাকতে পারে। যেমন, 'দুটি লাল রং-এর সোয়েটারের (Sweater) মধ্যে লালত্ব (redness) টা একই রকম। কিন্তু এটিও জোর দিয়ে বলা হয় যে, attributes এর হুবহু মিলটা অবশ্যই এর সংখ্যাগত পরিচয় (numerical identity) থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে। যখন আমরা বলি- 'সোয়েটার দুটির রং একই'- নামবাদীদের মতে, এটি আমরা খুবই ঢিলেঢালাভাবে বলি। এই ধরণের গুণ আরোপন 'Non-philosophical'। বিশেষ বস্তুর গুণাবলীসমূহ (attributes) ও বিশেষ (particulars)-এই ধারণা প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। এরিস্টটল, উইলিয়াম ওকাম এর মতবাদে এই ধারণা দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লক, বার্কলী ও হিউমও একই ধারণা পোষন করতেন। সাম্প্রতিক সময়ে স্টাউট (G.F. Stout), ডি. সি. উইলিয়াম্‌স (D.C. Williams) এবং কেথ ক্যামবেল (Keith Campbell) এর লেখাতে নামবাদীদের এই ধরণ দেখা যায়।

উইলিয়াম্‌স ধারনাটিকে আরো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একজোড়া ললিপপের (Heraplem and Boanerp) উদাহরণ দেন। এক্ষেত্রে তিনি দুটি মানে বা তাৎপর্যের (sense) কথা উল্লেখ করেন। প্রথম তাৎপর্য বা মানে হলো- 'Heraplem and Boanerp have the same shape' এবং দ্বিতীয় তাৎপর্যটি হলো- 'the shape of one is identical with the shape of the other'. এই মানে দুটির সাথে তিনি আরো দুটি মানে (sense) এর সাথে মিল দেখিয়েছেন তাহলো- 'two soldiers wear the same uniform' এবং 'A son has his father's nose' অথবা একজন আইসক্রিমওয়ালা (candy man) বলতে পারেন আমি আমার সকল ললিপপে একই রকম কাঠি (I use the same identical stick, Ledbetter's triple-X, in all my Lollipops) ব্যবহার করেছি। কিন্তু তাদের সবগুলো একই আকৃতির নয় (They do not have the same shape), যেমন দাবি করা হয় এক্ষেত্রে যে দু'জন শিশুর একজন পিতা রয়েছে (Two children have the same father) অথবা দুটি রাস্তার মধ্যে আন্তঃ সংযোগের মধ্যে একটি পয়ঃপ্রণালী (two streets have the same manhole in the middle of their intersections) অথবা দুজন কলেজ ছাত্র-ছাত্রী একই রকম ডিনার জ্যাকেট পরিধান করেছে (Two college students wear the same tuxedo: and so can't go to danees together) উইলিয়াম্‌স আসলে যা বোঝাতে চাইলেই তা হলো প্রথম তাৎপর্যগুলোর attribute একই হলেও তাদের particular একই অর্থাৎ প্রথম মানের সাথে দ্বিতীয় মানের কোন মিল নেই।

এই ধরণের attributes বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে অভিহিত হয়েছে। মধ্যযুগে বলা হতো 'First accidents', বিংশ শতাব্দীতে 'Unit properties', cases' এবং 'Aspects' বলা হতো। D.C. Williams একে অভিহিত করেন 'Tropes' হিসেবে এবং বর্তমান সময়ে এটিই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এ হিসেবে attributes হচ্ছে Particular বা বিশেষের trope। মাইকেল লুক্স প্রশ্ন করেন কেন একজন নামবাদী ট্রুপ (trope) কে স্বীকার করার মাধ্যমে austere nominalist দের তত্ত্বে কিছু সংযোজন করবে? কেননা এই ধারণার প্রবক্তারা সাধারণত : মনে করেন যে, আমরা পর্যবেক্ষণের পর তাৎক্ষণিক বস্তু (immediate objects) হিসেবে রং, গন্ধ, শব্দ, এবং আকৃতি এই বিষয়গুলো পাই। তাদের (নামবাদী) দৃষ্টিকোন থেকে যদি এসব বিষয়কে (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ) অস্বীকার করা হয় তবে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) জ্ঞানের প্রাথমিক ভিত্তি প্রদান করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়[৫]।

পর্যবেক্ষণের চেতনা দ্বারা উদিস্ট যে বস্তু (Ultimate objects) পাই তা হলো আমাদের ইন্দ্রিয় গুনাবলী (sense qualities)। এ বিষয়টি যদিও আমরা অস্বীকার করি, তারপরও একটি বিষয় থেকেই যায় বিষয়টি হলো এই গুণাবলীগুলো (qualities) আমাদের নির্বাচিত লক্ষ্য বা মনোযোগের বস্তু (objects)। উক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি তাজমহলের উদাহরণ দেন।

যেমন, আমি তাজমহলের রং এর দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি এবং যখন আমি দৃষ্টিপাত করি, তখন আমি austere nominalist রা, আমি যা করছি বলবে, আমি তা করছি না অর্থাৎ তাজমহলের দিকে দৃষ্টিপাত করা। যদি আমি প্রকৃতপক্ষেই তাজমহলের রঙের দিকে দৃষ্টিপাত করে থাকি তাহলে এক্ষেত্রে ontologist দের মতবাদ অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা তারা এমন কিছু অন্তর্ভূক্ত করে যা প্রকৃতপক্ষেই অস্তিত্বশীল এবং প্রকৃত পক্ষেই যা আমার নির্বাচিত লক্ষ্যের বিষয়বস্তু হতে পারে (can really be the object of my selective attention.)।

নির্বাচিত লক্ষ্যের বিষয়বস্তু হতে পারে এমন বিষয়গুলোর বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র sense properties) এ সীমাবদ্ধ নয়। সাধারণ কথোপকথনের ক্ষেত্রে আমরা বস্তুর বৈশিষ্ট্য হিসেবে যা বলে থাকি তাকেও এগুলো অন্তর্ভূক্ত করে থাকে। এ অনুসারে বলা যায়, ontologist রা এ ধরনের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভূক্ত করে। এ প্রসঙ্গে লুক্স বলেন, যদি তারা তা অন্তর্ভূক্ত করে, তাহলে তারা কেন বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের অনুসরণ করে না এবং এ সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে একাধিক উদাহরণযোগ্য (multiply exemplifiable objects) হিসেবে ব্যাখ্যা করে। এ ক্ষেত্রে নামবাদীরা বলে হোক আর না হোক আমাদের attribute বা গুণাবলীগুলোকে একাধিক উদাহরণযোগ্য বিষয় হিসেবেই বুঝতে হবে। কেননা আমরা Trope বা attributes ব্যতীত particular বা বিশেষকে ব্যাখ্যা করতে পারি না। যেমন যখন আমি তাজমহলের রং এর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন সাধারণ 'pinkness' সম্পর্কে চিন্তা করি না। বরং ঐ অনন্য 'pinkness' সম্পর্কে চিন্তা করি যা শুধুমাত্র তাজমহলের রয়েছে। লুক্স বলেন,

> When I focus on the color of the Taj Mahal, I am not thinking of Pinkness in general, but of that unique pinkness, the pinkness that only the Taj Mahal has; and when I focus on the tones of the Mona Lisa, I am not thinking of anything general, but of those very tones on that very canvas[১৬].

সুতরাং নির্বাচিত লক্ষ্যের ক্ষেত্রে (selective attention) কী ঘটে তা বোধগম্য হতে হলে আমাদের Trope এর প্রয়োজন। কিন্তু নামবাদীরা বলে আমাদের এটার প্রয়োজন নেই, কেননা attribute বা গুনাবলী realist রা স্বীকার করে (we do not need, in addition, attributes understood in realist terms.)। এক্ষেত্রে নামবাদীরা বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের themes এর সাথে একাকার (the nominalist will sound themes pretty familiar.)। বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ হলো দুই ক্যাটাগরিবিশিষ্ট তত্ত্ববিদ্যা, যার বারোক গঠন (Baroque structure) রয়েছে। নামবাদীদের মতে অধিবিদ্যা সম্পর্কে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের দুই ক্যাটাগরি তত্ত্ববিদ্যায় যেসব তত্ত্বগত আলোচনা করা হয়ে থাকে, নামবাদীদের মতে তা এক ক্যাটাগরিতে particular বা বিশেষ হিসেবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যা শুধুমাত্র austere nominalist দের concrete particular বা মূর্ত বিশেষ বস্তুগুলোকেই অন্তর্ভূক্ত করে না বরং Trope কেও অন্তর্ভূক্ত করে।

লুক্সের মতে, ট্রুপতত্ত্ব সকল phenomena কে অন্তর্ভূক্ত করে, যাকে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা পূর্ব থেকেই সামান্য (Universal) হিসেবে গ্রহণ করে। ট্রুপতত্ত্বের সমর্থকদের মতে, Trope এর দ্বারা আমরা concrete particular বা মূর্ত বিশেষ বস্তুগুলোর মধ্যেকার গুনাবলীর যে শর্ত তা ব্যাখ্যা করতে পারি। এ তত্ত্ব আমাদের বলে যে, কোথায় concrete particular গুলো attribute বা গুনাবলীকে সমর্থন করে, কেননা তাদের মধ্যে একই Trope রয়েছে। আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, তাদের ট্রুপ গুলো একে অপরের সাথে যতবেশী মিলে, ঐ concrete particular গুলোর মধ্যে attribute agreement ততবেশী।

অতএব, concrete particular গুলোর মধ্যকার attribute agreement বা মিলকে ব্যাখ্যা করা হয়। এদের ট্রুপ এর সাদৃশ্যের (similarity) ওপর নির্ভর করে। কিন্তু ট্রুপ মতবাদীদের মতে, Tropes এর সাদৃশ্যতা এমন একটি বিষয় যা ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। (The tropes theorist denies that the similarity of tropes is a fact that, in turn, needs to be explained), যে পর্যায় পর্যন্ত ট্রুপগুলো সাদৃশ্য হয়, সে পর্যায় পর্যন্তই এগুলোকে world বা জগতের মৌলিক বা বিশ্লেষণযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়[৭]।

সমকালীন ট্রুপ মতবাদীরা স্বীকার করেন যে, বিমূর্ত একক শব্দ বা পদগুলো (abstract singular terms) হলো নাম (name)। যেমন প্রজ্ঞা (wisdom), সাহস (courage) ইত্যাদি। তাদের মতে, বিমূর্ত একক শব্দ বা পদ নামগুলো হলো সাদৃশ্য বা মিল রয়েছে এমন ট্রুপ এর সেট (set)। আমাদের মনে হতে পারে, এই

সেট গুলো সার্বিক। এগুলো এমন ঐক্য (unities) যার একাধিক সদস্য হতে পারে এবং এই সেট ও এর একাধিক সদস্যদের মধ্যেকার সম্পর্ক, সার্বিক এবং এমন বিভিন্ন আইটেম যা সামান্যের উদাহরণ দেয়-এদের মধ্যকার সম্পর্কের মতো। কিন্তু আমরা বলতে পারি, সেট (set) এবং সামান্য (Universal) এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সেট এর সুস্পষ্টত নিজস্ব পরিচয়ের শর্ত রয়েছে।

প্রশ্ন দেখা দিতে পারে কখন সেট A (set A) এবং সেট B (set B) একই এবং কখন এরা ভিন্ন? সেটগুলো অভিন্ন হয়, যদি এদের সদস্যগুলো অভিন্ন হয়। আরো পরিষ্কারভাবে বলা যায়, একটি সেট A এবং সেট B এক বা অভিন্ন হয়, যদি সেট A এর সদস্যগুলো সেট B এরও সদস্য হয়ে থাকে। কিন্তু সার্বিকের (Universal) এর ক্ষেত্রে একই দাবি করা যায় না। পৃথক পৃথক সামান্যকে একই বস্তু বা object দ্বারা উদাহরণ দেয়া যায়। লুক্স বলে, the parallel claim does not hold for universals; distinct universals can be exemplified by precisely the same objects[১৮]। সুতরাং বলা যায় যে, সামান্যের মধ্যে যে বিষয়টির কমতি রয়েছে, তা সেট এর মধ্যে বিদ্যমান। অর্থাৎ সেট এর স্পষ্ট identity condition রয়েছে। Austere নামবাদীরা এবং metalinguistic নামবাদীরা সেট নিয়ে কোন তত্ত্ব অনুমোদন করে না। তারা কেবলমাত্র মূর্ত বিশেষ বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলে স্বীকার করে।

কিন্তু ট্রুপ মতবাদীরা বলেন এ মতের সংশোধন করা প্রয়োজন। কেননা সেট শুধুমাত্র পুরোপুরিভাবে গ্রহনযোগ্য, সুশীল সত্তায় নয়-এগুলো অপরিহার্য (Not only are sets perfectly respectable, well-behaved entities; they are indispensable as well)। আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ের গণিত করতে গেলেও সেট এর দরকার হয়। সুতরাং এমন একটি তত্ত্ব যা সেটকে অস্বীকার করে, তা গণিত ও বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব, যে গুলোর ক্ষেত্রে গণিত প্রয়োজন হয়-এদের জন্য সঠিক নয়। তাই বলা যায় যে, বিমূর্ত একক পদের নামগুলো হলো সাদৃশ্যপূর্ণ (resembling) ট্রুপস (Tropes)। যেমন "Wisdom" হচ্ছে এমন একটি Trope এর set এর নাম, যেগুলো "Wisdom" এর ক্ষেত্রে এক। লুক্স তাই বলেন- It is important to see why tropes enter the analysis. Without tropes, a set theoretical approach to abstract reference will encounter serious difficulties[১৯]।

মূর্ত সামান্য মতবাদ অনুসারে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ বস্তুর পার্থক্য বাদ দিয়ে কোন সামান্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করা চলে না। আবার সামান্য কে বাদ দিয়েও বিশেষ এর কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। ব্যক্তিগত পার্থক্য ও সামান্য দুই মিলেই মূর্ত সামান্য। ভাববাদী দর্শনে বিমূর্তকেই অর্থাৎ মূর্তের গুনাগুন কে

মানসিকভাবে বস্তু থেকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করাকেই বিমূর্ত ক্ষমতা বলা হয়। কোন বিষয়ের বিমূর্ত ধারণা সেই শ্রেণীর প্রত্যেকটি বিশেষের প্রতিনিধিত্ব করে। ট্রুপতত্ত্ববাদীরা নামবাদের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে একটি কৌশল ব্যবহার করে বলে যে ট্রুপ একই শ্রেনীর বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যা প্রতিনিধিত্ব করে মৌলিক, অবিশ্লেষণীয় ও আদিম তথ্য। এটি উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদের সত্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন 'সক্রেটিস হয় জ্ঞানী' এ বচনের উদ্দেশ্য পদ 'সক্রেটিস' মানব গোষ্ঠী ট্রুপের অন্তর্ভুক্ত এবং বিধেয় 'জ্ঞানী' পদটি 'প্রজ্ঞা' (wisdom) ট্রুপের নির্দেশ করে যা 'বর্ণ'', 'আকৃতি' এই জাতীয় ট্রুপ হতে ভিন্ন। তবে সমস্যা হচ্ছে প্রাসঙ্গিক ট্রুপকে খুঁজে বের করা কষ্টকর।

লুক্স একটি মাত্র উপায়ে 'সামান্যের সমস্যা' হিসেবে ট্রুপকে পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু অন্যান্য ট্রুপতত্ত্ববাদিরা একে বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করেছেন। এটি নামবাদের তৃতীয় একটি ধরন যেখানে বিমূর্ত নির্দেশক বস্তুর ক্ষেত্রে সেট এর ব্যবহারকে সমালোচনা করা হয়। সমালোচকরা মেনে নেয় যে বিমূর্ত একক পদগুলোর নির্দেশকের ট্রুপের সেট তৈরি করে তারা মূর্ত বিশেষ বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। এর ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ট্রুপের সেটের সনাক্তকরণ (identity) সমস্যা দেখা দেয়। এই বিষয়টি মূর্ত পদের সাথে সম্পৃক্ত বিমূর্ত একক পদের সত্যতা নিয়ে। যেমন- 'unicorn' এর মতো কোন বাস্তববস্তু নেই এবং সে ক্ষেত্রে 'unicorn' এর কোন প্রাসঙ্গিক ট্রুপকেও খুঁজে বের করা কষ্টকর। এখানে 'unicorn' এর সনাক্তকরণ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এটা ট্রুপ তত্ত্বের একটি দুর্বলতা। তবে লুক্স বলেন এই বিমূর্ত একক পদগুলো ফাঁকা সেট(null set) এর ট্রুপ। ফাঁকা সেটের কোন সদস্য নেই। লুক্স বলেন the null set is the only set whose members are the relevant Tropes. সেট তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এর সদস্য থাকা আবশ্যক। লুক্স বিমূর্ত একক পদগুলোকে ফাঁকা সেটের ট্রুপের অন্তর্ভুক্ত করে মূর্ত ও সামান্যের সম্পৃক্ততার বিষয়টি কৌশলগত দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন বলে মনে হয়। এভাবে লুক্স ট্রুপতত্ত্বের মাধ্যমে সামান্য, বিশেষ ও গুণাবলীর যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন তা দীর্ঘদিনের এদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের অনেকটা সমাধান হয়েছে বলে আধুনিক নামবাদীদের বিশ্বাস।

তথ্যসূত্র :

১. Jadunath sinha, *Introduction to Philosophy*, Sinha publishing house, Calcutta, 1971, P. 145

২. মোহাম্মদ নূর নবী, *দর্শনের সমস্যাবলী*, গ্রীন বুক হাউস লিমিঃ , ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৩২৪-২৫

৩. দেখুন, Berkeley, *A Trealise Concerning the Principles of Human knowledge*, Frasers Edition of collected Works, P. 16, Introduction, Sections, 9, 11, 14, and 15

৪. আ. ন.ম. ওয়াহিদুর রহমান, *যৌক্তিক প্রত্যক্ষণবাদ*, জাহানারা কালার প্রিন্টার্স, চট্টগ্রাম, ২০০৬, পৃ. ২৫-২৬

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭

৬. Michael J. Loux, *Metaphysics : A contemporary Introduction*, Routledfe, 2006,3rd edition, P. 60

৭. Alfred Weber and R.B. Perry, *History of Philosophy*, (Trans.), Frank Thilly, Surjeet Publications, Delhi, 2002 (reprint.), pp. 200-201.

৮. Loux, opcit, pp. 54-74

৯. Ibid, P. 73

১০. Ibid, P. 74

১১. Ibid, P. 83

১২. Ibid, p. 84

১৩. Ibid, p. 84

১৪. Ibid, p. 85

১৫. Ibid, pp. 85-86

১৬. Ibid, p. 86

১৭. Ibid, p. 87

১৮. Ibid. P. 88

১৯. Ibid. P. 89